সত্যের বিকাশ-১
أخلص دينك يكفك العمل القليل
হাদীস ও ফিক্বহের আলোকে
মহিলাদের নামাযে পার্থক্য
الفرق بين صلاة المرأة
على ضوء الحديث والفقه
মুফতি মাহবুবুর রহমান
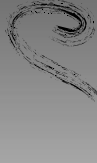
হাদীস ও ফিক্বহের আলোকে মহিলাদের নামাযে পার্থক্য

সংকলন

মুফ্তী মাহবুবুর রহমান

রেইছা আজীজিয়া কারীমিয়া ক্বওমিয়া মাদরাসা

নবাববাড়ী, নরসিংদী।

আল-ইহদা..........

শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার দীর্ঘ নেক হায়াত ও

দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা কামনায়

হাদীস ও ফিক্বহের আলোকে নারীদের নামাযে পার্থক্য

লেখকঃ মুফতী মাহবুবুর রহমান

পরিবেশনায়: মাকতাবাতুল ইখওয়ান, নবাববাড়ী, নরসিংদী।
প্রকাশকালঃ এপ্রিল ২০১৭ ইং

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণঃ লাব্বাইক প্রিন্ট মিডিয়া, নরসিংদী-০১৭৩৬-১৭১০৬০

বিক্রয় মূল্যঃ ২০ টাকা

ঐতিহ্যবাহী জামেউল উলূম মাদরাসা মিরপুর-১৪ ঢাকা-এর

সম্মানিত প্রিন্সিপাল ও শাইখুল হাদীস

আল্লামা মুফতী আবুল বাশার নু'মানী দা.বা-এর

অভিমত ও দুআ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد

আহলে হাদীস, বর্তমানে খুব পরিচিত একটি সম্প্রদায় বা দলের নাম। পূর্বের জামানায় আহলে হাদীস বললে হাদীস শাস্ত্রে পন্ডিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝানো হতো; কিন্তু এখন আমাদের সমাজে অন্যরূপে অন্য অর্থে বিশেষ এক গোষ্ঠীকে বুঝানোর জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তারা ধর্মীয় বিষয়ে এমন কিছু মাসআলার জন্ম দিয়েছে, কুরআন হাদীসের সাথে যার ন্যূনতম সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না।

নামায ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। তাই মহান আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট সময়ে সকল নর-নারীর উপর নামাযকে ফরজ করে দিয়েছেন। নামাযের মৌলিক বিষয়ে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে হাদীস অধ্যয়ন করে যতটুকু জানা যায়, নামাযের ভিতরগত কিছু কাজ আদায়ের পদ্ধতিতে নারীরা পুরুষ থেকে একটু ব্যতিক্রম।

আমার স্নেহের মাওলানা মাহবুবুর রহমান হাদীস ও ফিক্বহের বিভিন্ন মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য কিতাব থেকে চয়ন করে **"হাদীস ও ফিক্বহের আলোকে মহিলাদের নামাযে পার্থক্য"** নামক গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। তা থেকে আমি বিভিন্ন অংশ শুনেছি ও দেখেছি। মাশাআল্লাহ ছোট এই বইটিতে আলোচ্য বিষয়কে বড় মজবুত দলীলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমার কাছে কিতাবটি অত্যন্ত উপকারী মনে হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আহ্‌লে ইল্‌ম থেকে শুরু করে সর্বস্তরের লোক এর দ্বারা ভরপুর ফায়দা লাভ করবে এবং কিতাবটির মাধ্যমে অনেকের মনে লুকায়িত সন্দেহ দূর হওয়ার পাশাপাশি অসংখ্য প্রশ্নের সমাধানও লাভ হবে।

আমি সর্বান্তকরণে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন উক্ত গ্রন্থকে কবুল করেন এবং নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন।

وصلى الله تعالى على محمدن النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين

১৪/০৪/২০০৭

সূচীপত্র

ভূমিকা

নারী ও পুরুষের ব্যবধান সৃষ্টিগত। জন্মগতভাবে নারী দুর্বল আর পুরুষ সবল। কায়িক পরিশ্রমের ভারি কাজ পুরুষের দ্বারা যেমন সহজে হওয়া সম্ভব নারীর দ্বারা তা সম্ভব নয়। মানষিকভাবেও পুরুষরা সবল, নারীরা কোমল, সরল, দুর্বল। অবয়বেও নারীরা পুরুষ থেকে ভিন্ন। এটা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকুশলতা। তেমনিভাবে ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে নারীর কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তারই অন্যতম হলো নামাজ। তবে নামাযে এই পার্থক্য মৌলিক বিষয়ে নয়, পার্থক্যগুলো 'কাইফিয়্যাতে আদা'র ক্ষেত্রে। অর্থাৎ নামাযের ভিতরগত কিছু রোকন যেমন- রকু, সিজদা, বৈঠক ইত্যাদির ক্ষেত্রে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ, সাহাবায়ে কেরামের যুগ, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নারীর নামাজের পার্থক্যগুলো ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। অদ্যবধি পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরামের কারো থেকে এ বিষয়ে ভিন্ন কোনো মতামত ও ফতোয়া পাওয়া যায়নি। এমনকি যারা পার্থক্য না থাকার দাবি করছেন তাদের পূর্বসূরী আলেমদের থেকেও এমন ফতোয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু ইদানিং আমাদের দেশে কিছু ভাই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে নারী পুরুষের নামাজে ব্যবধান নাই বলে প্রচার করছেন। তাদের এমন প্রচারে মুসলিম সমাজে একটা বিভ্রান্তি তৈরী হয়েছে। অনেক পুরুষ নারীর মতো করে নামাজ পড়ছেন আবার অনেক নারী পুরুষের মতো নামাজ পড়ছেন।

বিষয়টি নিয়ে ওলামায়ে কেরাম নিজ নিজ অবস্থান থেকে মুসলমানদের নিকট কুরআন হাদীস ও শরীয়তের দলিলাদি পেশ করছেন। গুরুত্ব বিবেচনা করে অধমও হাদীস, আছার ও ফিকহের আলোকে আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করার প্রয়াস করেছি। আল্লাহর রহমতে যতটুকু সম্ভব হয়েছে তা এখন পাঠকের হাতে। বইটিতে শুধু দলিলগুলোই আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

আমাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদের সঠিক পথ দেখানো। দ্বীনের নামে সমাজে যেন বিভ্রান্তি তৈরী না হয়। যারা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন তারা যেন সঠিক পথের সন্ধান পান। এটাই আমাদের আশা।

বইয়ে উদ্ধৃত দলিলসমূহ যাচাই করে দিয়েছেন একজন বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন। হাদীস শাস্ত্রের উপর যিনি দীর্ঘদিন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছেন। এ বিষয়ে তার রয়েছে যথেষ্ট পারদর্শিতাও। আল্লাহ তাআলা তাঁর মেহনত কবুল করুন। এছাড়াও আরো যারা সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখেরাতে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং বইটির দ্বারা উম্মতে মুসলিমার পরিপূর্ণ ফায়দা দান করুন আমীন।

ভূমিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের ব্যবধান সৃষ্টিগত। কাজ-কর্ম, মন-মানসিকতা, শারীরিক গঠন ও দায়িত্ব সবকিছুতেই তারা পুরুষ থেকে একটু আলাদা। এসব ব্যবধানের প্রতি লক্ষ রেখেই আল্লাহ তাআলা শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে কিছুটা ব্যবধান বা পার্থক্য করেছেন। যেমন- নারীরা বের হলে পুরো শরীর আবৃত করে বের হতে হয়। পুরুষের পুরো শরীর আবৃত করা আবশ্যক নয়। নারীর সতরের পরিমাণ ভিন্ন, পুরুষেরও সতরের পরিমাণ ভিন্ন। তালাক পুরুষের দায়িত্ব, নারীর নয়। জুমা, ঈদ ও জানাযা নামায পুরুষের উপর ফরজ, নারীদের উপর নয়। বালেগ হওয়ার পর পুরুষ সর্বদা নামায আদায় করতে পারে কিন্তু মহিলাগণ হায়েয-নিফাসের সময় নামায আদায় করতে পারেনা। পুরুষ রাষ্ট্র প্রধান হতে পারে, নারী পারেনা। পুরুষ নারীদের ইমামতি করতে পারে কিন্তু একজন নারীর জন্য পুরুষের ইমামতি করার অনুমতি নেই। বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের উপর মহর আবশ্যক, মহিলার উপর নয়। পুরুষ একসাথে চার স্ত্রী রাখতে পারে কিন্তু একজন নারী একসাথে একজন পুরুষকেই স্বামী হিসেবে রাখতে পারবে। হজ্জের মধ্যে কিছু বিধান নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে একজন পুরুষ দু'জন নারীর অংশের সমান। দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। মোটকথা শরীয়তের বহু ক্ষেত্রেই সৃষ্টিগত এ ব্যবধান লক্ষ করে আল্লাহ তাআলাই নারীদের ক্ষেত্রে কিছু বিধান পুরুষের থেকে ভিন্ন করেছেন। ঈমানের পর ইসলামের সবচে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নাযায। এই নামাযের ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ তাআলা সে সৃষ্টিগত ব্যবধানের জন্য নারী-পুরুষের মাঝে কিছুটা ভিন্নতা রেখেছেন। তবে এ ভিন্নতা মৌলিক ক্ষেত্রে নয় বরং 'কাইফিয়্যাতে আদা'র ক্ষেত্রে। অর্থাৎ নামাযের ভিতরগত কিছু রোকন যেমন- রকু, সিজদা, বৈঠক ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আর সে ব্যবধানগুলোও বেশী নয় খুবই সামান্য। নিম্নে আমরা হাদীস, সাহাবা ও তাবেয়ীদের নির্দেশনা ও ফতোয়ার আলোকে নামাযের সে ব্যবধানগুলো তুলে ধরছি।

রাসূল সা.-এর হাদীস

১। রাসূল সা.-এর হাদীসঃ ওয়ায়িল বিন হুজর রাদি.-এর বর্ণনাঃ

عن وائل بن حجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وائل بن حجر اذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يدها حذاء ثدييها.

অর্থঃ ওয়ায়িল বিন হুজর রাদি. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. আমাকে বলেছেন যে, হে ওয়ায়িল বিন হুজর! যখন তুমি নামায আদায় করবে, তখন তোমার উভয় হাত কান বরাবর উঠাবে আর মহিলা হাত স্তন অর্থাৎ বুক বরাবর উঠাবে। [মাজমাউজ যাওয়ায়িদ-২/১০৩, জামিউল আহাদীস-২৩/৪৩৯]

২। **রাসূল সা.-এর হাদীস:** তাবেয়ী ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব রহ. বর্ণনা করেন:

انه صلى الله عليه وسلم مرعلى امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة في ذلك ليست كالرجل.

অর্থ: রাসূল সা. দু'জন মহিলার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন মহিলা দু'জন নামায পড়ছিল। অতপর রাসূল সা. বললেন, যখন তোমরা সিজদা করবে তখন শরীরকে জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এ ক্ষেত্রে **মহিলা পুরুষের মত নয়।** [মারাসিলে আবু দাউদ,পৃষ্ঠা-১১৭ হাদীস-৮৭, বাইহাক্বী-২/৩১৫, মারিফাতুস সুনান ওয়াল আছার-৩/২৩৬, ইলাউস সুনান-৩/১৯-২০, আত্তাবওয়ীবুল মাউদুয়ী লিল আহাদীস-১/১৪৭৫]

৩। **রাসূল সা.-এর হাদীসঃ** হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদি. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেন:

كان يأمرالرجال ان يتجافوا في سجودهم ويأمرالنساء ينخفضن في سجودهن.

অর্থ: রাসূল সা. সিজদায় পুরুষদেরকে অঙ্গসমূহ ফাঁকা রাখার আদেশ দিতেন আর মহিলাদেরকে সিজদায় শরীরকে জড়সড়করে রাখার আদেশ দিতেন। [বাইহাক্বী- ২/২২২, আত্তাবওয়ীবুল মাউদুয়ী লিল আহাদীস-১/২৬৩, মাউসূআতু আতরাফিল হাদীস-১/৬৩৪৫৩]

৪। **রাসূল সা.-এর হাদীস:**

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি.বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন:

فاذا سجدت الصقت بطنها في فخذيها كأسترما يكون لها.

অর্থ: মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে পেটকে রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে যা তার শরীরকে সবচে' ভালভাবে ঢেকে রাখবে। [বাইহাক্বী-২/৩১৫, ইলাউস সুনান-৩/৩১, আত্তাবওয়ীবুল মাউদুয়ী লিল আহাদীস-১/২৬৩৯, জামিউল আহাদীস-৩/৪৩]

৫। **রাসূল সা.-এর হাদীস:**

আবু সাঈদ খুদরী রাদি. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেন:

كان يأمرالرجال ان يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمنى

في التشهد ويأمرالنساء ان يتربعن.

অর্থ: রাসূল সা. (নামাযের) তাশাহহুদে পুরুষদেরকে বাম পা বিছিয়ে এবং ডান পা খাড়া রেখে বসার আদেশ দিতেন। আর মহিলাদেরকে উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্ব জমিনের উপর রেখে বসার আদেশ করতেন। [বাইহাক্বী- ২/২২২, আত্তাবওয়ীবুল মাউদুয়ী লিল আহাদীস-১/২৬৩৯]

সাহাবীদের ফতোয়া ও আমল

১। বিশিষ্ট সাহাবী ও ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী রাদি.-এর ফতোয়া:

আলী রাদি. বলেন: **اذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها.**

অর্থ: যখন মহিলা সিজদা করবে তখন সে যেন জড়সড়হয়ে সিজদা করে। এবং রান (পেটের সাথে) মিলিয়ে রাখে। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ- ১/৩০২, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৩/১৩৮, বাইহাক্বী- ২/২২২]

২। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি.-এর ফতোয়া:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. কে মহিলাদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, تجتمع وتحتفر অর্থাৎ মহিলা (নামাযের সকল রুকন আদায়ে) নিজেকে জড়সড়করে রাখবে এবং অঙ্গসমূহ গুটিয়ে রাখবে। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ-২/৫০৪]
এখানে ইবনে আব্বাস রাদি.কে মহিলাদের নামাযের নির্দিষ্ট কোনো রোকন আদায়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়নি বরং নারীদের নামাযের সম্পূর্ণ পদ্ধতি কেমন হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ দাঁড়ানো থেকে রুকু, সেজদা, বৈঠক সবকিছুতেই মহিলার নামায কেমন হবে? তারপর তিনি দুটি শব্দ দিয়ে সবকিছুই পরিষ্কারকরে দিলেন যে, মহিলাগণ নামাযের সকল কাজের ক্ষেত্রে নিজেকে যথাসম্ভব জড়সড়করে রাখবে শরীরের অঙ্গগুলো পরস্পর মিলিয়ে রাখবে যাতে পুরুষদের মত অঙ্গগুলো একটি অপরটি থেকে পৃথক এবং ফাঁকা না থাকে। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীনগণ থেকে শুরু করে সকল যামানার মুহাদ্দিস ও মুফতীগণ تجمع এবং تحفر শব্দের মর্মার্থ এটাই বর্ণনা করেছেন।

৩। **রাসূল সা.এর স্ত্রী আয়িশা রাদি.-এর আমলঃ**
তাবেয়ী আব্দুর রহমান বিন কাছিম রহ. বর্ণনা করেনঃ

كانت عائشة رض تجلس في الصلاة عن عرقيها وتضم فخذيها.

অর্থঃ আয়িশা রাদি. নামাযে উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্ব জমিনের উপর রেখে বসতেন এবং রান দুটি মিলিয়ে রাখতেন।
[ফাতহুল বারী লি-ইবনি রজব-৫/১৫৩, আল মাউসুআতুল ফিক্বহিয়্যাতিল কুয়েতিয়্যাহ-৭/৯০]

৪। **ওমর রাদি.এর স্ত্রী সাফিয়্যাহ রাদি.-এর আমলঃ**
তাবেয়ী নাফে রহ. বর্ণনা করেনঃ

ان صفية بنت ابي عبيد امرأة عمر كانت تصلي وهي متربعة.

অর্থঃ ওমর রাদি.এর স্ত্রী সাফিয়্যাহ বিনতে আবু উবাইদ রাদি. উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্ব জমিনের উপর রেখে বসে নামায আদায় করতেন। [ফাতহুল বারী লি-ইবনি রজব-১/১৫৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ-১/২৭০]

৫। **আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি.-এর স্ত্রীগণের আমলঃ**
তাবেয়ী নাফে রহ. বর্ণনা করেনঃ **كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة.**

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি.এর স্ত্রীগণ নামাযে উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্ব জমিনের উপর রেখে বসতেন। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ-১/২৭০]

তাবেয়ীদের ফতোয়া ও আমল

১। **বিখ্যাত তাবেয়ী আতা বিন আবী রবাহ রহ.-এর ফতোয়াঃ**

سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة قال حذو ثدييها.

অর্থঃ আতা বিন আবী রবাহ রহ. কে মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নামাযে মহিলা কিভাবে হাত উঠাবে? তিনি উত্তর দিলেন, স্তন অর্থাৎ বুক বরাবর হাত উঠাবে। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ-১/২৩৯]

২। **আতা রহ.-এর আরেকটি ফতোয়া:**

عن ابن جريج قلت لعطاء أتشيرالمرأة بيديها كالرجل بالتكبير قال لاترفع بذلك يديها كالرجل واشارفخفض يديه جدا وجمعهما اليه جدا وقال ان للمرأة هيئة ليست للرجل

অর্থ: ইবনে জুরাইজ রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি আতা বিন আবী রবাহ রহ.কে জিজ্ঞাস করলাম যে, তাকবীরে তাহরীমার সময় মহিলা কি উভয় হাত পুরুষের ন্যায় উঠাবে? আতা বিন আবী রবাহ উত্তর দিলেন, মহিলা পুরুষের ন্যায় হাত উঠাবেনা। অতপর (মহিলাদের হাত উঠানোর পদ্ধতি নিজে দেখাতে গিয়ে) উভয় হাতকে তিনি (পুরুষগণ যতটুকু হাত উঠায় তার থেকে) অনেক নীচে রাখলেন এবং হাতগুলো শরীরের সাথে মিলিয়ে নিলেন আর বললেন, নিশ্চয় (নামাযে) মহিলার নামাযের নিয়ম পুরুষের মত নয়। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ-১/২৭০, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক্ব-৩/১৩৭]

৩। **তার আরেকটি ফতোয়া:**

عن ابن جريج قلت لعطاء أتشيرالمرأة بيديها كالرجل بالتكبير قال لاترفع بذلك يديها كالرجل واشارفخفض يديه جدا وجمعهما اليه جدا وقال ان للمرأة هيئة ليست للرجل

অর্থ: ইবনে জুরাইজ রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি আতা বিন আবী রবাহ রহ.কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তাকবীরে তাহরীমার সময় মহিলা কি উভয় হাত পুরুষের ন্যায় উঠাবে? আতা বিন আবী রবাহ রহ. উত্তর দিলেন, মহিলা পুরুষের ন্যায় হাত উঠাবেনা। অতপর (মহিলাদের হাত উঠানোর পদ্ধতি নিজে দেখাতে গিয়ে) উভয় হাতকে তিনি (পুরুষগণ যতটুকু হাত উঠায় তার থেকে) নিচে রাখলেন এবং হাতগুলো শরীরের সাথে মিলিয়ে নিলেন আর বললেন, নিশ্চয় মহিলার নামাযের নিয়ম পুরুষের মত নয়। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ-১/২৭০]

৪। **তিনি আরো বলেন:**

تجتمع المرأة يديها في قيامها ماستطاعت

অর্থ: (আতা বিন আবী রবাহ রহ. বলেন) মহিলা (নামাযে) দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় হাতকে যথাসম্ভব (শরীরের সাথে) মিলিয়ে রাখবে। [মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৩/১৩৭]

উপরের বর্ণনা দুটির প্রথমটিতে جمعهما اليه جدا এবং দ্বিতীয়টিতে تجتمع المرأة يديها শব্দের দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, মহিলাদের জন্য হাত বাঁধার নিয়ম একটু ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তারা পুরুষের ন্যায় খোলামেলা হাত নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে বাঁধবেনা বরং পরিপূর্ণ পর্দা রক্ষার্থে তারা বুকের উপর হাত রেখে শরীরের সাথে হাতগুলো একদম মিলিয়ে নিবে।

৫। **তিনি আরো বলেন: تجتمع المرأة اذا ركعت**

অর্থ: (আতা বিন আবী রবাহ রহ. বলেন) মহিলা যখন রুকু করবে তখন সে শরীর জড়সড় ও গুটিয়ে রাখবে। [মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক্ব-৩/১৩৭]

৬। **তিনি আরো বলেন:**

فاذا سجدت فلتضم يديها اليها وتضم بطنها وصدرها الى فخذيها وتجتمع ماااستطاعت.

অর্থ: (আতা বিন আবী রবাহ রহ. বলেন) যখন মহিলা সিজদা করবে তখন হাত শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং পেট ও বুক রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে আর যথাসম্ভব শরীর জড়সড়করে রাখবে।
[মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-৫০৬৯]

৭। **তিনি আরো বলেন:**

تجتمع المرأة فاذا سجدت فلتضم يديها وتضم بطنها وصدرها الى فخذيها.

অর্থ: (আতা বিন আবী রবাহ রহ. বলেন) যখন মহিলা সিজদা করবে তখন হাত শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। এবং পেট ও বুক রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। আর যথাসম্ভব নিজেকে জড়সড়করে রাখবে (অর্থাৎ অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখার চেষ্টা করবে)।
[মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক-৩/১৩৭, মাউসুআতু আতরাফিল হাদীস-১/১১৪৯৮০]

৮। **তাবেয়ী হাম্মাদ রহ.-এর ফতোয়া:**

عن حماد انه كان يقول في المرأة اذا استفتحت الصلاة ترفع يديها الى ثدييها

অর্থ: মহিলাদের নামায সম্পর্কে হাম্মাদ রহ. এই ফতোয়া প্রদান করতেন যে, যখন মহিলা নামায আরম্ভ করবে তখন সে নিজের হাত স্তন অর্থাৎ বুক বরাবর উঠাবে। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ-১/২৭০]

বি.দ্র.: তাকবীরে তাহরীমার সময় মহিলাদের হাত উঠানো সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা রয়েছে সেসব বর্ণনাগুলোতে দু'ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এক. حذاء ثدييها অর্থাৎ স্তন বরাবর। দুই. حذاء منكبيها অর্থাৎ কাঁধ বরাবর। মূলত এ দুই অর্থের মাঝে বাহ্যত কোন বিরোধ নেই কারণ হাত স্তন বরাবর উঠালে সেটা কাঁধ বরাবরও হয়ে যায় কারণ স্তন ও কাঁধ এ দুটি অঙ্গ পাশাপাশি হওয়ার কারণে মহিলারা যখন হাত উঠায় তখন সামনাসামনি থেকে তাকালে দেখা যায় হাতের অগ্রভাগ কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাই সকলে এই জিনিসটিকে এই দু'পদ্ধতিতে বুঝিয়েছেন কিন্ত সকলের উদ্দেশ্য ছিল একটাই সেটা হলো, মহিলাগণ পুরুষের মত কান বরাবর হাত উঠাবে না।

৯। **তাবেয়ী ইবরাহীম নাখয়ী রহ.এর ফতোয়া:**

اذا سجدت المرأة فلتلزق بطنها بفخذيها ولاترفع عجيزتها ولاتجافي كما يجافي الرجل.

অর্থ: যখন মহিলা সিজদা করবে তখন সে পেটকে রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। নিতম্ব উঁচু করবে না। এবং পুরুষের মত অঙ্গসমূহ পৃথক বা ফাঁকা রাখবে না। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাদীস নং-২৭৮২, বাইহাক্বী-২/৩১৪]

১০। **ইবরাহীম নাখয়ী রহ.এর আরেকটি ফতোয়া:**

كانت تؤمر المرأة ان تضع ذراعها وبطنها على فخذيها اذا سجدت ولا تتجافى كما يتجافى الرجل لكي لاترفع عجيزتها.

অর্থ: মহিলাকে এই আদেশ করা হতো যে, যখন সে সিজদা করবে তখন তার বাহু ও পেট রানের উপর রাখবে এবং পুরুষের মত অঙ্গগুলো ফাঁকা রাখবেনা যাতে তার নিতম্ব উঁচু না হয়ে যায়।

[মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-৫০৭১, বাইহাক্বী- ২/৩১৪]

১১। তাবেয়ী মুজাহিদ ইবনে জাবর রহ.এর ফতোয়া:

كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخذيه اذا سجد كما تضع المرأة.

অর্থ: তাবেয়ী মুজাহিদ রহ. এ বিষয়টি অপছন্দ করতেন যে, পুরুষ সিজদা করতে গিয়ে মহিলার মত পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-১/৩০২]

এখানে মুজাহিদ রহ. স্পষ্টভাবে নারী-পুরুষের সিজদার পার্থক্য বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ মহিলাগণ যেভাবে সিজদাতে পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখে ঠিক এভাবে পুরুষগণ সিজদা করবে না; বরং পুরুষগণ সিজদাতে রানের সাথে পেট মিলিয়ে না রেখে পৃথক রাখবে। এ থেকে আরো স্পষ্ট হয় যে, সে যুগে নারীদের নামাযের রীতি ছিল যে, তারা পেট ও উরু মিলিয়ে রাখতো।

১২। তাবেয়ী হাসান বাসরী ও ক্বাতাদাহ ইবনে দিআমা রহ.এর ফতোয়া:

اذا سجدت المرأة فانها تنضم ما استطاعت ولا تجافى لكي لاترفع عجيزتها.

অর্থ: মহিলা যখন সিজদা করবে তখন যতটুকু সম্ভব অঙ্গগুলো মিলিয়ে রাখবে উঁচু করে রাখবেনা যাতে তার নিতম্ব উপরে উঠে না যায়। [মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৩/১৩৭]

১৩। তাবেয়ী খালিদ বিন লাজলাজ রহ.এর ফতোয়া:

كن النساء يؤمرن ان يتربعن اذا جلس في الصلاة ولايجلس جلوس الرجال على اوراكهن يتقى ذلك على المرأة مخافة ان يكون منها الشيئ

অর্থ: মহিলাদেরকে এই মর্মে আদেশ করা হতো যে, যখন তারা (নামাযে) বৈঠক করবে তখন তারা যেন উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্ব জমিনের উপর রেখে বসে। পুরুষদের বসার মত না বসে। সতরের কোনো অংশ প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার আশংকায় (এরূপ আদেশ করা হতো)। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ-১/২০৪]

১৪। মহিলা তাবেয়ী হাফসা বিনতে সীরীন রহ.-এর আমল:

يحى بن ميمون قال حدثني عاصم الاحول قال رأيت حفصة بنت سيرين كبرت في الصلاة وأومأت حذو ثدييها.

অর্থ: ইয়াহইয়া বিন মাইমুন বলেন, আমাকে আসেম আহওয়াল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আমি হাফসা বিনতে সীরীনকে দেখেছি তিনি নামাযের শুরুতে তাকবীর বলেছেন এবং নিজ স্তন বরাবর হাতে ইশারা করেছেন। (অর্থাৎ সীনা বরাবর হাত তুলেছেন) [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ-১/২৭০]

এক নজরে প্রথম শ্রেণীর তাবেয়ীগণ যারা নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন তাদের কয়েকজনের নামঃ

১। ইবরাহীম আন নাখয়ী রহ. (মৃত্যু:৯৬ হি.)। তিনি কূফা শহরের বড় মুহাদ্দিস ও মুফতী ছিলেন।

২। মুজাহিদ ইবনে জাবর রহ. (মৃত্যু:১০২/৪ হি.)। তিনি মক্কার মুহাদ্দিস ও মুফতী ছিলেন।

৩। আমের আশ শাবী রহ. (মৃত্যুঃ ১০৪ হি.) এই মহান পুরুষ কমপক্ষে ৫০০ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনিও কূফা নগরীর বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফতী ছিলেন।

৪। ইমাম হাসান আল-বাসরী রহ. (মৃত্যু:১১০ হি.) তিনি বাসরা শহরের মুহাদ্দিস ও মুফতী ছিলেন।

৫। আতা ইবনে আবী রবাহ রহ. (মৃত্যু:১১৪ হি.) তিনিও মক্কার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুফতী ছিলেন।

নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার পক্ষে চার মাযহাবের ফতোয়া

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ!

ইতোপূর্বে রাসূল সা.এর হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের আমল ও ফতোয়ার আলোকে নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর আর এ বিষয়টি বুঝানোর জন্য অন্য আলোচনার কোন প্রয়োজন হয়না। কিন্তু আমাদের এ বিষয়টিও খুব ভালভাবে জেনে রাখা দরকার যে, নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার বিষয়টি শুধু সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের যুগে নয় বরং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের যুগ থেকে নিয়ে পরবর্তী সকল যুগেও এ আমলটি অব্যাহত ছিল। এমনকি অতীত যুগে যুগ শ্রেষ্ঠ যে সকল ইমামগণ কুরআন ও হাদীসকে সামনে রেখে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইসলামের সকল কঠিন ও জটিল বিষয়সমূহের সমাধান দিয়ে গেছেন, সে সকল মহান মনীষীদের কেউ

নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার বিপরীতে কোন ফতোয়া প্রদান করেননি। সে সকল মহান মনীষী ও ইমামদের মধ্য থেকে যাদের গবেষণাকে মানুষ যুগ যুগ ধরে গ্রহণ ও পালন করে আসছে তারা হলেন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা নুমান ইবনে সাবিত রহ. (জন্ম: ৮০ হি., মৃত্যু: ১৫০হি.)
খ. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী রহ. (জন্ম: ১৫০ হি., মৃত্যু: ২০৪ হি.)
গ. ইমাম মালিক বিন আনাস রহ.(জন্ম: ৯৩ হি., মৃত্যু: ১৭৯ হি.)
ঘ. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ.(জন্ম: ১৬৪ হি., মুত্যু: ২৪১ হি.)

মহান আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী যে, আজও পর্যন্ত, বর্তমান বিশ্বে এই চার ইমামের মাযহাব প্রতিষ্ঠিত আছে।
নিম্নে এ বিষয়ে চার মাযহাবের ফতোয়া ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো।

হানাফী মাযহাবের ফতোয়া

১। ইমাম শামসুদ্দীন আস্‌সারাখসী রহ. বলেন:

فاما المرأة فتحتفزوتنضم وتلصق بطنها بفخذيها وعضديها بجنبيها هكذا عن علي رضي الله تعالى عنه في بيان السنة في سجود النساء ولان مبنى حالها على السترفما يكون استرلها فهواولى لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة مستورة

অর্থ: আর মহিলা (নামাযে) জড়সড় হয়ে থাকবে। এবং অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখবে। পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। বাহুকে উভয় পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখবে। মহিলাদের এইভাবে সুন্নত তরীকায় সিজদার নিয়ম আলী রাদি. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া নারীদের নামাযের পদ্ধতির মূল ভিত্তি হচ্ছে সতরের উপর। সুতরাং (নামাযে) যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে মহিলার সতর অর্থাৎ শরীরের অঙ্গসমূহ অধিক ভালভাবে আবৃত থাকবে, সে পদ্ধতি অবলম্বন করাই তার জন্য শ্রেয়। কারণ রাসূল সা.বলেছেন, المرأة

عورة مستورة অর্থাৎ নারী হচ্ছে গোপন ও আবৃত থাকার জিনিস। [আলমাবসূত-১/৫৩]

২। **ইমাম যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম রহ. বলেন:**

والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها لانه استرلها فانها عورة مستورة.

অর্থ: মহিলা (নামাযে) নিজেকে গুটিয়ে রাখবে এবং পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এ পদ্ধতিটি তার শরীরের অঙ্গগুলিকে অধিক ভালভাবে ঢেকে রাখবে। আর নারী হচ্ছে গোপন ও আবৃত থাকার বস্তু। [আলবাহরুর রায়িক্ব-৩/২৭৪]

৩। **আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আলী আলহাসকাফী রহ. বলেন:**

والمرأة تنخفض فلا تبدئ عضديها وتلصق بطنها بفخذيها لانه استر.

অর্থ: মহিলা (নামাযে) নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। বাহু খোলা রাখবেনা। পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এ পদ্ধতিটি তার শরীরের সতরের জন্য অধিক উপযোগী। [আদ্দুররুল মুখতার-১/৫০৪]

৪। **আল্লামা আলাউদ্দীন আবূ বকর ইবনে মাসউদ আলকাসানী রহ. বলেন:**

فاما المرأة فينبغي ان تفترش ذراعيها وتنخفض ولاتنصب كانتصاب الرجل وتلزق بطنها بفخذيها لان ذلك استرلها.

অর্থ: (সিজদা অবস্থায়) মহিলা উভয় হাত (জমিনের সাথে) বিছিয়ে দিবে। এবং নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। পুরুষের মত শরীর উঁচু করে রাখবেনা। পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এ পদ্ধতিটি তার শরীরের সতরের জন্য অধিক উপযুক্ত। [বাদায়িউস সানায়ি-২/৩১৭]

৫। **আল্লামা মাহমুদ বুখারী ইবনে মাযাহ রহ. বলেন:**

والمرأة في السجود تلزق بطنها بفخذيها وعضديها بجسمها لان ذلك استرلها.

অর্থ: মহিলা সিজদায় পেট রানের সাথে এবং বাহু শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এ নিয়মটি মহিলার শরীরের সতরের জন্য অধিক উপযোগী। [আলমুহীতুল বুরহানী-১/৪৯২]

৬। **আল্লামা মুহাম্মাদ মাহমুদ আলবাবার্তী রহ. বলেন:**

فان كانت امرأة جلست على اليتها اليسرى واخرجت رجليها من الجانب الايمن لانه استرلها.

অর্থ: সুতরাং (নামাযী ব্যক্তি) যদি মহিলা হয় তাহলে সে বাম নিতম্বের উপর বসবে এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে। কারণ এ পদ্ধতিটি মহিলার শরীরের অঙ্গসমূহকে অধিক ভালভাবে ঢেকে রাখবে। [আলইনায়াহ-২/৭]

০৭। **বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল হাই লাখনুভী রহ. এর ফতোয়া:** **اتفقوا ان السنة لهن وضع اليد على الصدر**

অর্থ: উম্মতের সকল মুজতাহিদীন এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, নারীগণ নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধবে। [আসসিয়াইয়াহ-২/১৫৬]

দেখুন, এখানে আল্লামা আব্দুল হাই লাখনুভী রহ. পূর্ববর্তী সকল মুজতাহিদ ও ফকীহগণের স্পষ্ট আমল ও সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছেন যে, মহিলাগণ বুকের উপর হাত বাঁধবে এ ব্যাপারে পূর্বের সকল আলেমগণও একমত ছিলেন। সাথে সাথে আব্দুল হাই লাখনুভী রহ. উপরের বাক্যটি দ্বারা নিজের ফতোয়াও জানিয়ে দিয়েছেন ।

০৮। **প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতী আল্লামা আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ রহ.এর ফতোয়া:**

واما محل الوضع: فما تحت السرة في حق الرجل والصدرفي حق المرأة

অর্থ: নামাযে হাত রাখার স্থান পুরুষদের ক্ষেত্রে নাভির নিচে আর মহিলার ক্ষেত্রে বুকের উপর। [বাদায়িউস সানায়ে-২/২৯]

০৯। **প্রখ্যাত ফকীহ ও মুফতী আল্লামা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আত-তাহতাবী রহ.এর ফতোয়া:**

ويسن وضع المرأة يديها على صدرها من غيرتحليق

অর্থ: মহিলার জন্য হাত গোলাকার (অর্থাৎ পুরুষগণ যেভাবে ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল গোলাকার বানিয়ে বাম হাতের কবজি আকড়ে ধরে সেভাবে) না করে বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নত।
[হাশিয়াতুত্তাহতাবী আলা মারাক্বিউল ফালাহ- পৃ.২৫৯]

১০। প্রখ্যাত ফকীহ ও মুফতী আল্লামা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আত-তাহতাবী রহ.এর ফতোয়া:

ولا تفرج اصابعها في الركوع و تنحني في الركوع قليلا بحيث تبلغ حد الركوع فلاتزيد على ذلك لأنه استرلها وتلزم مرفقيها بجنبيها فيه.

অর্থ: মহিলা রুকুতে আঙ্গুলসমূহ ফাঁকা রাখবেনা এবং রুকুতে সামান্য পরিমাণ ঝুঁকবে যাতে সে রুকুর সীমায় পৌঁছে যায়। এরচে' বেশী ঝুকবে না। কেননা পদ্ধতিটি তার সতরের জন্য অধিক কার্যকরী এবং রুকুতে কনুই উভয় পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখবে। [হাশিয়াতুত্তাহতাবী আলা মারাক্বিউল ফালাহ- পৃ.২৫৯]

"রুকুর সীমায় পৌঁছে যায়" এ কথাটির অর্থ হচ্ছে, মহিলাগণ রুকুতে এ পরিমাণ ঝুকবে যেন উভয় হাত শুধু হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

১১। জগদ্বিখ্যাত মুফতী ও ফকীহ্ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ.এর ফতোয়া:

أما المرأة فتنحني في الركوع يسيرا ولاتفرج ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعا. وتحني ركبتيها ولاتجافي عضديها لان ذلك أسترلها.

অর্থ: মহিলা রুকুতে সামান্য পরিমাণ ঝুকবে। আঙ্গুল ফাঁকা রাখবেনা , মিলিয়ে রাখবে। এবং উভয় হাত হাটুর উপর স্বাভাবিকভাবে রেখে দিবে। হাটু সামান্য বাঁকা করবে। বাহু পৃথক রাখবেনা। কেননা এ পদ্ধতি মহিলার পর্দার জন্য অধিক সহায়ক। [রদ্দুল মুহতার- ২/১৯৭]

মালেকী মাযহাবের ফতোয়া

১। আল্লামা আহমাদ ইবনে গুনাইম রহ. বলেন:

وهي في صفة صلاتها مثل الرجل غيرانها يستحب لها ان تنضم اي تنكمش ولاتفرج فخذيها ولاعضديها وانما تكون منضمة متروية في جلوسها وسجودها وامرها كله.

অর্থ: মহিলার নামাযের বিবরণ পুরুষের মতই। তবে মহিলার জন্য এতোটুকু কাজ উত্তম যে, সে (নামাযে) অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখবে।

রান এবং বাহু ফাঁকা রাখবেনা বরং সে নামাযের বৈঠক, সিজদা এবং নামাযের সকল কাজ আদায় করার ক্ষেত্রে নিজেকে জড়সড় ও গুটিয়ে রাখবে। [আল ফাওয়াকিহুদদিওয়ানী আলা রিসালাতি ইবনে আবী যায়েদ আল কাইরুয়ানী-১/৫০৪]

২। আল্লামা মুহাম্মাদ আল আরাবী রহ. বলেনঃ

ومجافاة الرجل في السجود بطنه عن فخذيه فلايجعل بطنه فوق الفخذين ومجافاة مرفقيه عن ركبتين ومجافاة ضبعيه عن جنبيه مجافاة قليلة اما المرأة فتكون منضمة في جميع احوالها وتفريج الفخذيه للرجل فلايضمهما بخلاف المرأة.

অর্থঃ পুরুষ সিজদায় তার পেটকে রান থেকে পৃথক রাখবে। পেট রানের উপর রাখবে না (অর্থাৎ রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে না) কনুই হাটু থেকে দূরে রাখবে। বাহু পাজর থেকে সামান্য দূরে রাখবে। কিন্তু মহিলা সর্বাবস্থায় অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখবে। উভয় রান ফাঁকা রাখা পুরুষের কাজ। সুতরাং পুরুষ রান মিলিয়ে রাখবে না কিন্তু মহিলা পুরুষের বিপরীত রানকে মিলিয়ে রাখবে। [আল খুলাসাতুল ফিক্বহিয়্যাহ আলা মাযহাবিস সাদাতিল মালিকিয়্যাহ-১/৭৩-৭৪]

৩। আল্লামা ইবনে আবী যায়েদ আল কাইরুওয়ানী রহ. বলেনঃ

وهي في هيأة الصلاة مثله غيرانها تنضم ولاتفرج فخذيها ولاعضديها وتكون منضمة متروية في جلوسها وسجودها وامرها كله.

অর্থঃ মহিলার নামাযের পদ্ধতি পুরুষের মতই তবে মহিলা শরীরের অঙ্গসমূহ মিলিয়ে রাখবে। রান ও বাহুর মাঝে ফাঁকা রাখবে না। নামাযের বৈঠক, সিজদা এবং নামাযের সকল কাজে মহিলা অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে জড়সড় হয়ে থাকবে। [রিসালাতুল ক্বাইরুওয়ানী-১/১৩৪]

৪। আল্লামা আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল মিসরী রহ. বলেনঃ

وهي اي المرأة في هيئته مثله اي مثل الرجل غيرانها تنضم ولاتفرج فخذيها ولاعضديها وتكون منضمة متروية.

অর্থ: একজন মহিলা নামাযের নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে পুরুষের মতই তবে মহিলা শরীরের অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখবে। রান ও বাহুকে পৃথক রাখবে না। অঙ্গসমূহ মিলিয়ে রাখবে। [কিফায়াতুত তালিব১/৩৬৫-৩৬৬]

৫। **শাইখ হাবীব ইবনে তাহের রহ. বলেন:**

فتكون منضمة في جميع أحوالها.

অর্থ: নামাযে সর্বাবস্থায় মহিলা অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখবে। [ফিক্বহুল ইবাদাত-১/১৬৫]

শাফেয়ী মাযহাবের ফতোয়া

১। **ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন:**

وقد ادب الله تعالى النساء بالاستاروادبهن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب للمرأة في السجود ان تضم بعضها الى بعض وتلصق بطنها بفخذيها وتسجد كاسترما يكون لها وهكذا أحب لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون فيها كأسترما يكون لها.

অর্থ: মহান আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে পর্দায় থাকার শিক্ষা দিয়েছেন এবং তার রাসূলও তাদেরকে এটাই শিক্ষা দিয়েছেন। আর আমিও মহিলার জন্য পছন্দ করি; নামাযের সিজদায় নারী অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখবে। পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং যেভাবে অঙ্গসমূহ অধিক গোপন থাকবে সেভাবেই সিজদা করবে। ঠিক তেমনি নামাযের বৈঠক, রুকু এবং পুরো নামাযে যেভাবে পর্দা বেশী হবে সে পদ্ধতিটিই আমি মহিলার জন্য বেশী পছন্দ করি। [কিতাবুল উম্ম-১/২৬৪]

২। **ইমাম আহমাদ ইবনে হুসাইন আল বাইহাক্বী রহ. বলেন:**

وجماع ما يفارق المرأة فيه الرجال من احكام الصلاة راجع الى الستروهوأنها مامورة بكل ماكان استرلها.

অর্থ: নামাযের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে মহিলা, পুরুষদের ব্যতিক্রম হওয়ার মূল ভিত্তি হচ্ছে সতর। আর সেই সতর হলো, নামাযের মধ্যে যে

পদ্ধতিতে তার শরীর অধিক আবৃত থাকবে শরীয়তের পক্ষ থেকে নারী সেই পদ্ধতিটিই অবলম্বন করতে আদিষ্ট। [বাইহাকী-২/২২২]

৩। **আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল মাওয়ারদী রহ. বলেন:**

والثانية ان يجتمعن في ركوعهن وسجودهن ولايتجافين لان ذلك استرلهن وابلغ في صيانتهن.

অর্থ: (মহিলাদের নামাযের পার্থক্যের) দ্বিতীয়টি হলো, মহিলারা রুকু, সিজদায় জড়সড় হয়ে থাকবে। শরীরের অঙ্গসমূহ পরস্পর দূরে রাখবেনা। কেননা এ পদ্ধতিতে তাদের পর্দা বেশী হয় এবং নিজেদের হেফাযতও বেশী হয়। [আল হাবী ফীল ফিক্বহিশ শাফী-২/১৬২]

৪। **আল্লামা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল হাইতামী রহ. বলেন:**

وتضم المرأة اي الانثى ولو صغيرة ومثلها الخنثى بعضها الى بعض في الركوع والسجود كغيرهما لانه استرلها.

অর্থ: নামাযের অন্যান্য রোকনের মত রুকু-সিজদাতেও মহিলা অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখবে। চাই সে না বালেগ মেয়ে হোক। কেননা এ পদ্ধতিটি তার জন্য অধিক পর্দা হয়। [আলমানহাযুল ক্বয়ীম-১/২০৬]

৫। **আল্লামা ইবরাহীম ইবনে আলী আল ফাইরুযাবাযী রহ. বলেন:**

والمستحب ان يجافي مرفقيه عن جنبيه فان كانت امرأة لم تجاف بل تضم المرفقيه الى الجنبين لان ذلك استرلها.

অর্থ: (পুরুষের জন্য) মুস্তাহাব হলো পুরুষ উভয় কনুই পার্শ্ব থেকে পৃথক রাখবে। কিন্তু যদি (নামাযি ব্যক্তি) মহিলা হয় তাহলে সে (কনুই পার্শ্ব থেকে) পৃথক রাখবেনা বরং উভয় কনুই উভয় পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এ পদ্ধতিটি মহিলার পর্দার জন্য অধিক সহায়ক। [আল মুহায্যাব ফিল ফিক্বহিস শাফী-১/৭৫]

৬। **ইমাম ইয়াহইয়াহ ইবনে শার্ফ আন নববী রহ. বলেনঃ**

ويفرق بين ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده وتضم المرأة والخنثى.

অর্থঃ পুরুষ (রুকু-সিজদায়) উভয় হাঁটুর মাঝে ফাঁকা রাখবে এবং পেট রান থেকে ও কনুই উভয় পার্শ্ব থেকে দূরে রাখবে। কিন্তু মহিলা এবং মহিলা হিজড়া অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখবে। [আলমিনহায-১/৩০]

হাম্বলী মাযহাবের ফতোয়া

১। **আল্লামা শারফুদ্দিন মূসা ইবনে আহমাদ রহ. বলেনঃ**

والمرأة كالرجل في ذلك الا انها تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع احوال الصلاة.

অর্থঃ একজন নারী নামাযের সকল নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের মতই। তবে রুকু, সিজদা এবং নামাযের সকল কাজ-কর্মে মহিলা নিজেকে জড়সড় করে রাখবে। [আলইক্বনা ফী ফিক্বহিল ইমাম আহমাদ-১/১২৫]

২। **আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে সোলাইমান রহ. বলেনঃ**

والمرأة كالرجل في ذلك الا انها تجمع نفسها في الركوع والسجود وكذا في بقية الصلاة بلا نزاع.

অর্থঃ একজন নারী নামাযের সকল নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের মতই। তবে রুকু, সিজদায় মহিলা নিজেকে জড়সড়করে রাখবে। ঠিক তেমনি নামাযের বাকি কাজগুলো আদায় করার ক্ষেত্রেও নিজেকে জড়সড়করে রাখবে। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। (অর্থাৎ মহিলা নামাযের সকল কাজ আদায় করার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব নিজেকে গুটিয়ে ও জড়সড়করে রাখবে। এ ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন। কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি)। [আলইনসাফ- ১/১২৫]

৩। **আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুফলিহ আল মাক্বদিসী রহ. বলেনঃ**

في الفصول تجمع نفسها في السجود لانها عورة

অর্থঃ ফুসূল নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, সিজদাতে মহিলা নিজেকে জড়সড় করে রাখবে। কেননা নারী হচ্ছে পর্দায় থাকার বস্তু।
[আলফুরু- ১/৪২৮]

৪। **আল্লামা ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ রহ. বলেনঃ**

انها تجمع نفسها في الركوع والسجود اي لا يسن لها التجافى.....ولانها عورة فكان الاليق بها الانضمام وذكرفي المستوعب وفيره انها تجمع نفسها في جميع احوال الصلاة.

অর্থ: অবশ্যই মহিলা রুকু, সিজদায় নিজেকে জড়সড় করে রাখবে। অর্থাৎ মহিলার জন্য নামাযে অঙ্গসমূহ পরস্পরে আলাদা রাখা সুন্নত নয়। তাছাড়া নারী হচ্ছে আবৃত থাকার জিনিস। সুতরাং অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখাই তার জন্য অধিক উপযুক্ত। আল মুসতাওইব ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ আছে যে, মহিলা সর্বাবস্থায় নামাযে নিজেকে জড়সড়করে রাখবে। [আলমুবদি শরহুল মুক্বনি- ১/৪২১]

৫। **আল্লামা ইবনে কুদামা আল মাক্বদিসী রহ. বলেনঃ**

والمرأة كالرجل في ذلك كله الا انها تجمع نفسها في الركوع والسجود..........لايسن لها التجافي لانها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكون استرلها فانه لايؤمن ان يبدو منها شيئ حال التجافي.

অর্থ: মহিলা নামাযের সকল বিষয়ে পুরুষের মত। তবে (পার্থক্য শুধু এতটুকু যে,) মহিলা রুকু ও সিজদায় নিজেকে জড়সড় করে রাখবে। মহিলার জন্য অঙ্গসমূহ ফাঁকা রাখা সুন্নত নয়। কেননা নারী হচ্ছে আবৃত থাকার জিনিস। তাই তার জন্য উত্তম হচ্ছে, শরীরের অঙ্গগুলো পরস্পর জড়সড় করে রাখা। যাতে তার জন্য এটি অধিক পর্দা হয়। কারণ অঙ্গসমূহ ফাঁকা রাখা অবস্থায় তার শরীরের কোনো অংশ প্রকাশ পেয়ে যাওয়া আশংকামুক্ত নয়। [আশ শারহুল কাবীর- ১/৫৯৯]

৬। **প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা ইবনে কুদামা আল মাকদিসী রহ. এর আরেকটি ফতোয়াঃ**

ان المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود

অর্থঃ রুকু ও সেজদাতে মহিলা নিজেকে জড়সড় করে রাখবে। [আলমুগনী- ২/২৫৮]

সম্মানীত পাঠকবৃন্দ!

এ পর্যন্ত চার মাযহাবের ইমাম ও অন্যান্য আলেমদের ফতোয়ার আলোকেও নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। এখানে শুধু আলোচ্য বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য প্রতিটি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিছু কিতাবের ফতোয় আনা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিটি মাযহাবের আরো অসংখ্যা কিতাব আছে যেগুলোতে উক্ত বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে।

আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা সেই সকল আলেম ও শাইখদের ফতোয়া তুলে ধরবো যাদের শিষ্য ও অনুসারীরা আজ আমাদের সমাজে অবিরাম শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে যে, নারীদের নামাযে কোনো পার্থক্য নেই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আহলে হাদীস বন্ধুরা আজ যাদেরকে নিজেদের শাইখ ও উস্তাদ মনে করেন, সে সকল শাইখ ও উস্তাদগণই ফতোয়া দিয়ে গেছেন যে, নারীদের নামাযের পদ্ধতি পুরুষদের নামাযের থেকে ভিন্ন ও আলাদা। তবুও কোন ভিত্তিতে আজ তাদের অনুসারীরা মানুষের মাঝে ভুল মাসআলা প্রচার করছে সেটা আলিমুল গাইব আল্লাহই সবচে ভালো জানেন। যাই হোক নিম্নে আহলে হাদীস ও গাইরে মুক্বাল্লিদ শাইখদের কিছু ফতোয়া উল্লেখ করা হলো।

আহলে হাদীস শাইখগণের ফতোয়া

১। মাওলানা আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল হক্ব আল হাশেমী রহ. বলেনঃ

মাওলানা আব্দুল হক্ব হাশেমী রহ. গাইরে মুকাল্লিদ আলেমদের প্রথম শ্রেণীর একজন শাইখ ছিলেন। তিনি নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকাই লিখে গেছেন। তিনি কিতাবটির নাম দিয়েছেন- **نصب العمود في تحقيق مسئلة " تجافي المرأة في الركوع والسجود والقعود"** । উক্ত কিতাবের শুরুতে তিনি নারীদের নামাযে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে সাহাবা ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন ফতোয়া উল্লেখ করার পর বলেন-

فيعرف به ان هذه المسئلة كانت شافية في عصرالصحابة والتابعين وكان الصحابة والتابعون قائلين بالتجافي للرجل دون النساء.

অর্থ: উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই মাসআলাটি (অর্থাৎ নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার বিষয়টি) সাহাবা ও তাবেয়ীদের জামানায় স্বত:সিদ্ধ তথা সকলের নিকটই জানা ছিল এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ পুরুষদের জন্য নামাযে অঙ্গসমূহ ফাঁকা রাখার ফতোয়া দিতেন, মহিলাদের ক্ষেত্রে নয়। [নাসবুল উমূদ ফী তাহক্বীক্বী মাসআলাতি তাযাফিল মারআতি ফির রুকুয়ি ওয়াস সুজুদি ওয়াল কুউদি- পৃ.৪৫]

শাইখ আব্দুল হক্ব হাশেমী রহ.এর নিজস্ব মত ও ফতোয়া:

উপরে শাইখ আব্দুল হক্ব হাশেমী রহ. রচিত নাসবুল উমূদ নামক কিতাবে সাহাবী ও তাবেয়ীদের ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। এরপর একই কিতাবে ধারাবাহিকভাবে চার মাযহাবের ইমামসহ বিভিন্ন ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের ফতোয়া উল্লেখ করার পর সর্বশেষ তিনি নিজস্ব মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন-

واولى الاقوال عندي بالاخبارقول من قال ان المرأة لاتجافي في الركوع والسجود والقعود بل تضم بعض اللحم الى بعض وتضم بعض اللحم الى الارض لان ذلك استرلها.

অর্থ: আমার কাছে (বিভিন্ন ফক্বীহ, ইমাম ও মুহাদ্দিসদের মতগুলো থেকে) সর্বশ্রেষ্ঠ মত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত যিনি বলেছেন যে, নামাযের রুকু, সিজদা ও বৈঠকে মহিলা অঙ্গসমূহ ফাঁকা রাখবেনা বরং অঙ্গগুলো পরস্পর মিলিয়ে রাখবে এবং কিছু অঙ্গ (সিজদা অবস্থায়) জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এ পদ্ধতিটি তার জন্য অধিক সতর (অর্থাৎ তার শরীরকে বেশী গোপন রাখবে)
[নাসবুল উমূদ ফী তাহক্বীক্বী মাসআলাতি তাযাফিল মারআতি ফির রুকুয়ি ওয়াস সুজুদি ওয়াল কুউদি- পৃ.৫২]

দেখুন, এখানে গাইরে মুকাল্লিদদের শাইখ আব্দুল হক্ব হাশেমী রহ. নিজের কিতাবে প্রথমে সাহাবী ও তাবেয়ীদের মত উল্লেখ করেছেন। এবং বলেছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্য করতেন। তারা পুরুষদের জন্য নামাযে অঙ্গসমূহ ফাঁকা রাখার ও মহিলাদের জন্য অঙ্গসমূহ মিলিয়ে রাখার ফতোয়া দিতেন এবং তাদের যুগে

আমলটি এভাবেই বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয়ত, তিনি একই কিতাবে নিজের মত ও ফতোয়াও স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করে দিয়েছেন।

২। মাওলানা আব্দুল জব্বার বিন আব্দুল্লাহ আল গযনবী রহ. এর ফতোয়া:
মাওলানা আব্দুল জব্বার রহ. নিজের ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে গযনবিয়্যাহ-এর মধ্যে বলেন-

عورتوں کا انضمام وانخفاض نماز میں احادیث وتعامل جمھور اھل علم از مذاھب اربعہ وغیرھم سے ثابت ہیں اس کا منکر کتب حدیث وتعامل اھل علم سے بے خبر ہیں.

অর্থ: নামাযে মহিলাদের অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখার নিয়মটি চার মাযহাবের ইমামগণসহ অন্যান্য আলেমদের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে প্রমাণিত। এ বিষয়টির অস্বীকারকারী হাদীসের কিতাবসমূহ এবং উম্মতের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা সম্পর্কে অজ্ঞ ও বে-খবর।
গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের আরেকজন শাইখ আব্দুল জব্বার গযনবী রহ. এখানে স্বীয় ফতোয়ার কিতাবে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার বিষয়টি অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে প্রমাণিত। আর যারা এ বিষয়টি অস্বীকার করবে তারা মুলত রাসূলের হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ।

৩। মাওলানা আবুল হাসানাত আলী মুহাম্মাদ সাঈদী রহ.-এর ফতোয়া:

মাওলানা আবুল হাসানাত সাহেব *فتاوی علمائے اھل حدیث* নামে একটি ফতোয়ার কিতাব লিখেছেন। সেখানেও গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের এই শাইখ নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার পক্ষে ফতোয়া দিয়ে গেছেন। নিম্নে তার ফতোয়াটি তুলে ধরা হলো:

سوال: *عورتوں کو نماز میں انضمام کرنا چاہئے یا نہ؟*
الجواب: *ابوداؤد اپنی مراسیل میں اوربیھقي سنن کبری میں زید بن ابي حبیب سے مرسلا روایت کرتے ہیں.* ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض وان المرأة ليست في ذلك كالرجل واخرج البيهقي مرفوعا اذا سجدت المرأة الصقت بطنها فخذها كأسترما يكون لها. *اوراسی پرتعامل اھل سنت مذاھب اربعہ وغیرہ سے چلا ایا ہیں.*

অর্থঃ প্রশ্নঃ নামাযে মহিলাগণ অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখবে কি না?
উত্তরঃ ইমাম আবূ দাউদ রহ. মারাসিল নামক কিতাবে এবং ইমাম বাইহাক্বী রহ. আস সুনানুল কুবরা নামক কিতাবে ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব রহ. থেকে মুরসাল সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. দু'জন মহিলার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন মহিলা দু'জন নামায পড়ছিল। অতপর রাসূল সা. বললেন, যখন তোমরা সিজদা করবে তখন শরীরকে জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এ ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের মত নয়। এ ছাড়া ইমাম বাইহাক্বী রহ. মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন মহিলা সিজদা করবে তখন পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এ পদ্ধতিটি তার জন্য অধিক সতর। এর উপরেই (অর্থাৎ মহিলাদের এ পদ্ধতিতে নামায পড়ার উপর) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত, চার মাযহাবের ইমাম এবং অন্যান্য আলেমদের ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন আমল চলে আসছে। [ফতোয়ায়ে ওলামায়ে আহলে হাদীস- ৩/১৪৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, মাওলানা আবুল হাসানাত সাঈদী রহ. যিনি গাইরে মুক্বাল্লিদদের একজন শাইখ ছিলেন; তিনিও নিজ ফতোয়ার কিতাবে স্পষ্টভাষায় বলে গিয়েছেন যে, নারীদের নামাযের পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। তিনি দলীল হিসেবে এখানে সেই হাদীসটিই গ্রহণ করেছেন যে হাদীসটি আমরা নারীদের নামাযে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম। শুধু তাই নয়, তিনি এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, চার মাযহাবের ইমামসহ অন্যান্য সকল আলেম ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মত ও আমল এটাই।

৪। **মাওলানা নবাব সিদ্দীক হাসান খান রহ.-এর ফতোয়াঃ**
নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব ছিলেন আহলে হাদীস বন্ধুদের বড় শাইখদের একজন। তিনি আউনুল বারী নামে বুখারী শরীফের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন-

وأما المرأة فتضم بعضها الى بعض لانه استرلها واحوط...

অর্থঃ নামাযে মহিলা অঙ্গসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখবে। কেননা এ পদ্ধতিটি তার জন্য অধিক সতর ও সতর্কতা। এরপর তিনি দলীল হিসেবে ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব রহ.-এর সেই মুরসাল হাদীসটি উল্লেখ করেন যে হাদীসটি আমরা দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। (হাদীসটি এ কিতাবের ৭নং পৃষ্ঠায় অর্থসহ দেয়া আছে) । শুধু তাই নয়, উক্ত মুরসাল হাদীসটি দলীলযোগ্য হওয়ার পক্ষে খান সাহেব বিভিন্ন মুহাদ্দিস ও ইমামদের মতও উল্লেখ করেন। সর্বশেষ তিনি নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার পক্ষে উক্ত হাদীসটিকে দলীল হিসেবে মেনে নিয়েছেন। [আউনুল বারী- ১/৫২০]

১। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আমীর আস সানআনী রহ.-এর ফতোয়াঃ
শাইখ সানআনী রহ., যাকে গাইরে মুক্বাল্লিদগণ নিজেদের বড় শাইখ মনে করেন, তিনি সুবুলুস সালাম নামে একটি হাদীসের কিতাব লিখেছেন। সেখানে তিনি পুরুষদের সিজদা সংক্রান্ত একটি হাদীস উল্লেখ করেন। হাদীসটি বর্ণনা করার পর তিনি বলেন- **هذا في حق الرجال لا المرأة فانها تخالفه في ذلك** অর্থাৎ সিজদার উক্ত পদ্ধতিটি পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। মহিলাদের জন্য নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে (অর্থাৎ পুরুষদের মত অঙ্গসমূহ ফাঁকা রেখে সিজদা করার ক্ষেত্রে) মহিলা পুরুষের ব্যতিক্রম।
অতপর আল্লামা সানআনী রহ. নামাযে নারীরা পুরুষের ব্যতিক্রম বুঝাতে গিয়ে তাবেয়ী ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব রহ.এর সেই মুরসাল হাদীসটি উল্লেখ করেন যে হাদীসটি ইতো:পূর্বে আমরা দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। (হাদীসটি এ কিতাবের ৭নং পৃষ্ঠায় অর্থসহ দেয়া আছে) । [সুবুলুস সালাম- ১/২২০]
উপরে আমরা দেখতে পেলাম যে, আহলে হাদীস বা গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুগন যাদেরকে নিজেদের শাইখ বলে দাবী করেন তারাও আমাদের মতানুসারে তথা নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার পক্ষে ফতোয়া দিয়ে গেছেন।
প্রিয় পাঠক!
উপরোক্ত ধারাবাহিক দলীল ভিত্তিক আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নারীগণ কিছু বিষয়ে পুরুষদের থেকে ভিন্ন ও আলাদা। আর সে বিষয়গুলো হচ্ছে, দাড়ানো, হাত উত্তোলন, হাত বাঁধা, রুকু, সিজদা ও বৈঠক। এ কাজগুলো পুরুষ আদায় করবে এক পদ্ধতিতে আর মহিলা আদায় করবে আরেক পদ্ধতিতে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এ কাজগুলো আদায়ের সঠিক নিয়ম তুলে ধরা হলোঃ

এক নজরে নারীদের নামাযে পার্থক্য

১- দাড়ানো অবস্থায় পার্থক্য

সঠিক নিয়মঃ
পুরুষগণ উভয় পায়ের মাঝে স্বাভাবিক ফাঁক রেখে দাঁড়াবে। এবং মহিলাগণ দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পা একদম মিলিয়ে রাখবে।

২-তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানোর ক্ষেত্রে পার্থক্য।

সঠিক নিয়মঃ
পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে আর মহিলাগণ হাত উঠাবে স্তন বরাবর অর্থাৎ সীনা বরাবর।

৩- হাত বাঁধার পার্থক্য।

সঠিক নিয়মঃ

পুরুষগণ হাত বাঁধবে নাভির নিচে, পক্ষান্তরে মহিলাগণ সিনার উপরে হাত বাঁধবে।

৪- রুকু অবস্থায় পার্থক্য

সঠিক নিয়মঃ

১। পুরুষগণ রুকুতে এ পরিমাণ ঝুঁকবে যেন মাথা, পিঠ ও নিতম্ব বরাবর হয়ে যায়। আর মহিলাগণ এ পরিমাণ ঝুঁকবে যেন উভয় হাত শুধু হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

২। পুরুষগণ রুকু অবস্থায় হাতের আঙ্গুল খোলা এবং ফাঁকা রেখে মজবুতকরে হাঁটু আকড়ে ধরবে। আর মহিলাগণ শুধু আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিয়ে হাঁটুর উপর রাখবে।

৩। পুরুষগণ রুকুতে বাহুকে বগল থেকে পৃথক রাখবে। আর মহিলাগণ বাহুকে বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

৫- সিজদা অবস্থায় পার্থক্য

সঠিক নিয়মঃ

১। পুরুষগণ সিজদাতে হাত জমিন থেকে, রান পেট থেকে এবং বাহু বগল এবং পার্শ্ব থেকে পৃথক রাখবে।

আর মহিলাগণ হাত জমিনের সাথে, রান পেটের সাথে এবং বাহু বগল ও পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

২। পুরুষগণ সিজদাতে উভয় পা দাঁড় করিয়ে রাখবে এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখি করে রাখবে। আর মহিলাগণ উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে রাখবে।

৬- বসা অবস্থায় পার্থক্য

সঠিক নিয়মঃ

পুরুষগণ বসা অবস্থায় ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে। এবং হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝে স্বাভাবিক ফাঁকা রাখবে।

আর মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্ব জমিনের উপর রেখে বসবে। এবং হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখবে।

শেষ কথা

সম্মানীত পাঠক!

উপরের আলোচনা ও অনেকের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে আমরা দেখেছি যে, রাসূল সা.-এর হাদীস, সাহাবীদের ফতোয়া, তাবেয়ীদের ফতোয়া, চার মাযহাবের ঐক্যমতসহ প্রত্যেক যুগে অবিচ্ছিন্ন আমল ও কর্মধারার মাধ্যমে নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। সাহাবী, তাবেয়ী, যুগশ্রেষ্ঠ কোনো মুহাদ্দিস বা মুফতী থেকে এর বিপক্ষে আদৌ কোনো ফতোয়া পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি যে সকল বন্ধু আজ সমাজে "নারী-পুরুষের নামাযের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন" বলে শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন, সে সকল বন্ধু যাদেরকে নিজেদের বড় শাইখ বা আলেম মনে করে থাকেন এবং অনুসরণ করে থাকেন সে সকল শাইখগণও নারীদের নামাযে পার্থক্য থাকার বিপক্ষে ফতোয়া দিয়ে যাননি; বরং তারাও পূর্ববর্তী আলেমদের ন্যায় পার্থক্য থাকার পক্ষেই ফতোয়া দিয়ে গেছেন। আমরা যারা সত্য জানতে চাই, সত্য পেতে চাই, ইসলামের আসল বিধান নির্ণয় করতে চাই। আমরা একটু চিন্তা করি যে, নামায কত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিধান। আর নারী; মানবজাতির দু' অংশের একাংশ। এতবড় এক অংশের নামাযের মত বিধানের কোনো বড় হুকুম কি নবীজী সা. সাহাবী, তাবেয়ীন তাবে তাবেয়ীন, মুজতাহিদীন এবং তাদের পরবর্তীদের থেকে আজ চৌদ্দশ বৎসর পর্যন্ত কি সবার থেকে গোপন থাকতে পারে? সবার অজানা থাকতে পারে? নাকি সঠিক সেটাই হবে যা নববী যুগ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রতিটি যুগে আমল হয়ে আসছে। সকল সাহাবী, তাবেয়ীন তাবে তাবেয়ীন, ইমামগণ, লক্ষ লক্ষ আলিম, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, আরবী ভাষাবিদ, দ্বীনের দায়ী তথা সর্বস্তরের মুসলমান পালন করে আসছে। আমরা উপরোক্ত আলোচনায় দেখেছি স্বয়ং লা-মাযহাবী আলেমগণও বলে দিয়েছেন যে, নবীর সাহাবী ও তাবেয়ীর যুগ থেকে এ পর্যন্ত সর্বযুগে সর্বক্ষণে মুসলিম নারীগণ হাত তোলা, হাত বাঁধা, রুকু, সিজদা ও বসার ক্ষেত্রে পুরুষ থেকে ভিন্ন ভাবেই নামায পড়ে আসছেন এবং সর্বযুগে সর্বকালের মুফতীগণ সে ফতোয়াই দিয়ে আসছেন। এবার আমরা ভাবি, এদের সকলেই কি নবী নির্দেশনা ভুলে গিয়েছেন? কিংবা তা জানেননি?। আর সাহাবী তাবেয়ীন কোনো হাদীস না জানলে আমরাই বা জানলাম কি করে? সত্য বুঝার জন্য এ থেকে আর সহজ পথ কি হতে পারে? আর কোনো কথা ভুল হওয়ার তো এটাই সরল প্রমাণ যে, তা সাহাবী তাবেয়ীনসহ সমগ্র যুগের সকলের আমল, কর্ম ও ফতোয়ার পরিপন্থী হওয়া। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং সবসময় সত্যটি জানার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

যে সকল কিতাব থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

সম্মানীত পাঠক!

বইয়ের ভেতরে উল্লিখিত দলীলগুলো কোন কোন কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে সেই কিতাবগুলোর নাম প্রতিটি দলীলের শেষে বাংলাতে লিখে দেয়া হয়েছিলো। এখানে একসাথে প্রতিটি কিতাবের নাম আরবীতে পুনরায় উল্লেখ করা হলো।

كتب الأحاديث

مصنف ابن ابي شيبة
مصنف ابن عبد الرزاق
مراسيل ابي داؤد
سبل السلام
مجمع الزوائد
جامع الاحاديث
المغني
عون الباري
السنن الكبرى للبيهقي
معرفة السنن والاثار
التبويب الموضوعي للاحاديث
اعلاء السنن
موسوعة اطراف الحديث
غريب الحديث لابن الجوزي
النهاية في غريب الاثر
فتح الباري لابن رجب الحنبلي
الموسوعة الفقهية الكويتية

الكتب الفقهية

الدرالمختار
البحرالرائق
المبسوط
المحيط البرهاني

بدائع الصنائع
العناية
الفواكه الديواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
رسالة القيرواني
كفاية الطالب
فقه العبادات
كتاب الام
الحاوي في فقه الشافعي
المنهج القويم
المهذب في الفقه الشافعي
الاقناع في فقه الامام الاحمد
المنهاج
الانصاف
الفروع
المبدع شرح المقنع
الشرح الكبير
فتاوی علمائے اہل حدیث
نصب العمود في تحقيق مسئلة تجافي المرأة
في الركوع والسجود والقعود

تمت بالخير